দেবী
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

১
রক্তাক্ত রুমাল ওড়ে এই শীতে
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ে
নক্ষত্রের নীল বিছানায়
কয়েকটি বকের মতো ধূর্ত লোক
‘দেবী’ ‘দেবী’ বলে সেই ভোরে
ফোঁটা ও চন্দনসহ পসরা সাজায়
কার রক্ত জানি না তা
কার কাছে প্রাণভিক্ষা চায়
রক্তাক্ত রুমাল ওড়ে, ইদানীং, সকাল সন্ধ্যায়

২
সূর্যের প্রাসাদে ছিল বাড়ি
একরাশ ভস্ম নিয়ে যখনই সে এসেছে ডাঙায়
সংকুচিত হয়েছে প্রহরী
ভস্মের আড়ালে এক নারী, প্রাসাদেই
ডেকেছে আমায়
আমি জানি, প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে
যাব তাড়াতাড়ি
সূর্যের স্বভাব শুধু আমাকে ভাবায়

মফস্সলের কবিতা
সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমাদের জন্ম হলো নিষ্প্রদীপ এই দীন ঘরে
আমি ক্রমে ঘেমে উঠছি প্রসবশেষের শ্রম মেখে
টেবিলে কলম চুপ। তার ফলা রক্তাক্ত, ধারালো
তোমাদের জন্ম দিয়ে বুঝতে শিখেছে সব ভুল

সব জন্ম ভুল ছিল। কিন্তু আমি ঘুমের ভেতর
আজও টের পাই কাঁপে ভ্রূণেদের পায়ের দাপানি
আজও টের পাই এক অশ্রুহীন বিকেল আলোয়
ধুলোমাখা রাস্তা থেকে উঠে আসা স্পর্শ পথিকের

সবই ভুল ছিল? তোরা আসলে তো রাস্তার সন্তান
ডিঙি ছেঁড়া কাগজের, নদীজলে তোদের ভাসান

ভক্তি-পদাবলী
হিন্দোল ভট্টাচার্য

১
অন্ধকারে ভয় নেই, অন্ধকারও তোমার রাগিণী
আমার যে তার ছেঁড়া, সেও বেজে ওঠে রাত হলে
মৃদু গন্ধ ভেসে আসে নৈশফুলে সোহাগি জ্যোৎস্নার
আমার কপালে হাত রেখে তুমি জেগে থাক শুধু

জ্বর সেরে যায়, আমি শুনি ভোর ডাকাডাকি করে

২
এখন কোথায় যাব বলো, বড় বয়স হয়েছে
দরজা খুলে রেখে এসেছি, জানালাও অর্ধেক খোলা আছে
আসবে তো এসো, নয় যেদিকে দুচোখ চলে যাও
তোমাকে ভাবিনা আমি, যেভাবে ভাবিনা আমি হাওয়া

তোমার-আমার খেলা, সে কি কোনও মৃত্যু ছুঁতে পারে?

৩
দ্যাখো জলে পা ডুবিয়ে নদীকেও রাস্তা ভাবা যায়
কিন্তু সে আমার সঙ্গে সহবাস করে কি কখনও
তার কোনও দোষ নেই, পাড় ভাঙা পাড় গড়া কাজ
স্রোতের পিছন দিকে সে কখনও সাঁতার কাটে না

যে নদী নিজের মধ্যে ডুব দেয়, সে কোথায় যায়?

শীতসন্ধ্যার গল্প
রাকা দাশগুপ্ত

যে শীত এখানে আসে, তার কোনও গুড়িগাড়ি নেই।
পদব্রজে হেঁটে আসে, গাছে কালো ফেদারের কোট,
দুপায়ে ধারালো বুট, তুষারপাতের মতো ভারী।

সান্ধ্য অতিথি ভেবে ভেতরে বসাই। তার স্যুপে
কিছুটা নিজেকে ঢালি, কিছুটা চিকেন ব্রথ, নুন–
রেসিপিবুকের থেকে যা কিছু শিখেছি কারিকুরি

সে কিছু তোলেনা মুখে। থম মেরে বসে থাকে শুধু।
আমারও খেয়াল হয়, তার কোটে ছিঁড়েছে বোতাম
জুতোয় ক্ষয়াটে সোল, কবজিতে থেমে থাকা ঘড়ি।
কীরকম ভয় করে। দ্রুতপায়ে সরে আসি,
ভালো করে ঢেকে নিই শাল

আমারও খেয়াল হয়, এবছর শীতের আকাল।

একটি হত্যাদৃশ্যের চিত্রনাট্য
অভীক ভট্টাচার্য

বাসগুমটির পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে দুটো লোক,
তুমি তোমার ঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পাও

এখন দুপুর, লোকদুটোর ছায়া অকিঞ্চিৎকর বেঁটে হয়
পায়ে পায়ে তাদের সঙ্গে আসছে

হাঁটা দেখে তুমি বুঝতে পারো ওরা পরস্পরকে চেনে। কিন্তু
ওদের তুমি কথা বলতে দেখো না

নাকি কথা বলছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না?
কিছু কি খুঁজছে ওরা? কাউকে খুঁজছে?

ভাবতে ভাবতে লোকদুটো তোমার জানালার নীচে এসে থামে।
দোতলা থেকে তুমি দেখতে পাও বেঁটে চেহারার নীচে আরও
বেঁটে ওদের ছায়া পায়ে পায়ে ওদের সঙ্গে থামছে

তোমাকে খুঁজছে?

তোমার জানলার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে ওরা ওপরের দিকে তাকায়।
জামার পেটের কাছ থেকে পিস্তল বের করে।
কালো। চকচকে। মসৃণ। ঠাণ্ডা

কিন্তু ওরা তোমায় গুলি করে না। পিস্তলটা নেড়েচেড়ে দেখে
পেটে গুঁজে, হেসে, রাস্তা ধরে ওদিকে চলে যায়

তুমি দেখতে পাও ওদের সঙ্গে পায়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে
দুপুরের অকিঞ্চিৎকর ছায়া